অন্ত্য-লীলা

দশম পরিচ্ছেদ

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকাতরম্।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া ॥ ১

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

ভক্তেষু যোঽনুগ্রহঃ তেন কাতরং পরবশং পুনঃ কিম্ভূতং শ্রদ্ধয়া ভক্তদত্তেন যেন কেনাপি তোয়াদিনাপি সন্তুষ্টম্। চক্রবর্ত্তী। ১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অন্ত্যলীলার এই দশম পরিচ্ছেদে রাঘবের ঝালিবর্ণনা, নরেন্দ্র-সরোবরে ভক্তবৃন্দের সহিত প্রভুর জলকেলি, বেঢ়া-সঙ্কীর্ত্তন, প্রভুর ভৃত্য গোবিন্দের সেবাবাসনার অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য, প্রভুকর্তৃক ভক্তদত্ত-দ্রব্যভোজন, ভক্তগণকর্ত্তৃক প্রভুর নিমন্ত্রণাদি বিবৃত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। ভক্তানুগ্রহকাতরং (ভক্তবর্গকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত যিনি সর্ব্বদা ব্যাকুল), শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাপূর্ব্বক) ভক্তদত্তেন (ভক্ত-প্রদত্ত) যেন কেন অপি (যে কোনও—যৎসামান্য—বস্তুদ্বারাও) সন্তুষ্টং (সন্তুষ্ট) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ। ভক্তবর্গকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত যিনি সর্ব্বদা ব্যাকুল, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত ভক্তের যৎসামান্য বস্তুদ্বারাও যিনি পরম পরিতুষ্টি লাভ করেন, সেই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি। ১

শ্রীমন্মহাপ্রভু অত্যন্ত ভক্তবৎসল বলিয়া ভক্তকে অনুগ্রহ করার নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল; এবং ভক্তকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল বলিয়াই ভক্তকর্তৃক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত যে কোনও দ্রব্য গ্রহণ করিয়াই তিনি পরম-তৃপ্তি লাভ করেন। বলা বাহুল্য—ভক্তের প্রেম বা শ্রদ্ধাই হইল প্রভুর তৃপ্তির একমাত্র হেতু; যে কোনও দ্রব্য অর্পণের ব্যপদেশে তাহা যখনই প্রকাশিত হয়, তখনই তিনি তৃপ্তি লাভ করেন; দ্রব্য উপলক্ষ্য মাত্র; প্রেম বা শ্রদ্ধা না থাকিলে নানাবিধ বহুমূল্য এবং পরম-উপাদেয় বস্তু দিলেও তিনি তুষ্ট হন না; তিনি অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর; জিনিসের অভাব তাঁহার নাই; তিনি একমাত্র প্রেমের কাঙ্গাল; ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করিবার নিমিত্তই তিনি ব্যাকুল—তাঁহার এই ব্যাকুলতাও কোনওরূপ অভাব-বোধ হইতে জাত নহে; ইহাও ভক্তকে অনুগ্রহ করার উদ্দেশ্যে তাঁহারই স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ।

ভক্তকে অনুগ্রহ করার নিমিত্ত স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি বশতঃ প্রভু যে ভক্তদত্ত বস্তু গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা এই পরিচ্ছেদে বিবৃত হইবে এবং এই শ্লোকে তাহারই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে।
পরম আনন্দ সব নীলাচলে যাইতে ॥ ২
অদ্বৈত-আচার্য্যগোসাঞি সর্ব্ব-অগ্রগণ্য।
আচার্য্যরত্ন-আচার্য্যনিধি-শ্রীবাসাদি ধন্য ॥ ৩
যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে।
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে ॥ ৪
অনুরাগের লক্ষণ এই—বিধি নাহি মানে।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গে তাঁর সঙ্গের কারণে ॥ ৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২। **বর্ষান্তরে**—অন্যবর্ষে (বৎসরে) রথযাত্রা-উপলক্ষ্যে। **সব ভক্ত**—সমস্ত গৌড়ীয় ভক্ত।

৩। **সর্ব্ব-অগ্রগণ্য**—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অথবা, প্রভুর দর্শনের উদ্দেশ্যে নীলাচলে যাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠায় সর্ব্বাগ্রগণ্য; তাঁহার উৎকণ্ঠাই সর্ব্বাধিক।

ধন্য—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ।

৪। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আদেশ ছিল যে, তিনি যেন গৌড়ে থাকিয়া প্রেমভক্তি প্রচার করেন; যেন বৎসর বৎসর নীলাচলে না আসেন; কিন্তু গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীনিতাইচাঁদ গৌর-প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া প্রভুর আদেশ উপেক্ষা করিয়াও প্রভুকে দেখিবার নিমিত্ত অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে নীলাচলে যাত্রা করিলেন।

গৌড়ে—বঙ্গদেশে। **প্রেমে**—শ্রীগৌরের প্রতি শ্রীনিতাইচাঁদের যে প্রেম, সেই প্রেমের বশীভূত হইয়া। **প্রেম**—প্রীতি, মমতাবুদ্ধিমূলক সাক্ষাৎ-সেবা-বাসনা। পরবর্ত্তী পয়ারের মর্ম্মে বুঝা যায়, "অনুরাগ"-অর্থেই এস্থলে প্রেম-শব্দ প্রয়োজিত হইয়াছে;

৫। শ্রীনিতাইচাঁদ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আদেশ কেন উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহা বলিতেছেন। গৌরের আদেশ উপেক্ষার যোগ্য, এইরূপ বিচার করিয়াই যে শ্রীনিতাই তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন, তাহা নহে; পরন্তু, গৌরের প্রতি তাঁহার যে প্রেম বা অনুরাগ ছিল, সেই অনুরাগের ধর্ম্মই তাঁহাদ্বারা গৌরের আদেশ উপেক্ষা করাইয়াছে—গৌরের প্রতি শ্রীনিতাইচাঁদের প্রাণের টান এতই বেশী ছিল যে, তিনি গৌরের নিকটে না যাইয়া থাকিতে পারেন নাই—গৌরের নিকটে যাওয়ার নিমিত্ত তাঁহার প্রাণে এতই ব্যাকুলতা জন্মিয়াছিল যে, গৌরের আদেশের কথা চিন্তা করার অবকাশও তাঁহার ছিল না।

অনুরাগ—রাগের পরিণত অবস্থার নাম অনুরাগ। প্রণয়ের উৎকর্ষবশতঃ যে স্থলে অত্যন্ত দুঃখকেও সুখকর বলিয়া মনে হয়, সেইস্থলে প্রণয়োৎকর্ষকে রাগ বলে। এই রাগ বর্দ্ধিত হইয়া যখন এমন এক অবস্থায় আসে—যাহাতে প্রিয়ব্যক্তিকে সর্ব্বদা অনুভব করা সত্ত্বেও মনে হয় যে, তাঁহাকে পূর্ব্বে আর কখনও অনুভব করা হয় নাই, যাহাতে প্রিয়ব্যক্তিকে প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন নূতন বলিয়া মনে হয়, তখন সেই রাগকে অনুরাগ বলে। "সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্। রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥ উঃ নীঃ স্থা, ১০২॥" সাধারণ লোক হয় তো প্রশ্ন করিতে পারে যে, শ্রীনিতাইচাঁদ তো শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে কতবারই দেখিয়াছেন, কত কাল ধরিয়াই তো তিনি শ্রীগৌরের সহিত একসঙ্গে কালযাপন করিয়াছেন; এরূপ অবস্থায় গৌরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে আবার দেখিবার নিমিত্ত, আবার তাঁহার সঙ্গলাভের নিমিত্ত শ্রীনিতাই নীলাচলে গেলেন কেন? ইহার উত্তর এই:—অনুরাগই শ্রীনিতাইকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। যদিও শ্রীনিতাইচাঁদ গৌরকে বহুবার দেখিয়াছেন, যদিও তিনি বহুবার গৌরের সঙ্গ করিয়াছেন, তথাপি অনুরাগের প্রভাবে শ্রীনিতাইর মনে হইয়াছিল, তিনি যেন পূর্ব্বে কখনও গৌরকে দেখেন নাই, পূর্ব্বে কখনও যেন তাঁহার সঙ্গ-সুখ ভোগ করেন নাই। তাই তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত প্রবল-উৎকণ্ঠা-বশতঃ তিনি নীলাচলে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন; ইহা অনুরাগেরই স্বরূপগত ধর্ম্ম। **অনুরাগের লক্ষণ**—অনুরাগের একটী চিহ্ন, একটী ধর্ম্ম। **বিধি**—নিজের হিতাহিত সম্বন্ধীয় বিধান; **বিধি নাহি মানে**—অনুরাগী ব্যক্তি প্রিয় ব্যক্তির দর্শনাদির উৎকণ্ঠায় নিজের হিতাহিত-সম্বন্ধীয় বিধিকে

রাসে যৈছে ঘর যাইতে গোপীকে আজ্ঞা দিলা।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গে সে রহিলা ॥ ৬

আজ্ঞাপালনে কৃষ্ণের যতেক পরিতোষ।
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটিগুণ সুখপোষ ॥ ৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

গ্রাহ্য করে না। নিজের হিতাহিতের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবলমাত্র প্রিয় ব্যক্তির দর্শনের নিমিত্ত, তাঁহার সেবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে। প্রভুর সেবক গোবিন্দই ইহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অনেক ক্ষণ নর্ত্তন-কীর্ত্তন করিয়া প্রভু গম্ভীরার দ্বার জুড়িয়া শুইয়া পড়িলেন; পাদসম্বাহনাদি দ্বারা তাঁহার ক্লান্তি দূর করা নিতান্ত দরকার, অথচ গৃহের মধ্যে না গেলে পাদসম্বাহনও সম্ভব নয়; কিন্তু গৃহে প্রবেশের পথও নাই—প্রভু দ্বারে; প্রভুর দেহ লঙ্ঘন না করিলে গৃহে যাওয়া যায় না। একটু সরিয়া পথ দেওয়ার জন্য গোবিন্দ প্রভুকে বলিলেন, প্রভু নড়িলেন না। গোবিন্দ কি করেন? অগত্যা প্রভুকে লঙ্ঘন করিয়াই ঘরের মধ্যে গেলেন এবং প্রভুর পাদসম্বাহন করিতে লাগিলেন। প্রভুর পাদসেবার নিমিত্ত গোবিন্দ এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন যে, প্রভুর দেহ লঙ্ঘন করিলে যে তাঁহার অপরাধ হইবে, তৎপ্রতিই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই—"অপরাধ হয়, আমার হইবে, তজ্জন্য নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা আমি করিব; কিন্তু প্রভুর কষ্ট আমি সহিতে পারি না, প্রভুর সেবা আমি না করিয়া থাকিতে পারি না"—ইহাই গোবিন্দের মনের ভাব। তাই তিনি বলিয়াছেন:—"মোর সেবা সে নিয়ম। অপরাধ হউক কিংবা নরকে পতন॥ ৩।১০।৯২॥" ভগবদ্দেহ লঙ্ঘনের যে নিষেধ-বিধি আছে, অনুরাগের প্রভাবে গোবিন্দ তাহা গ্রাহ্য করিলেন না।

তাঁর আজ্ঞা—গৌরের আজ্ঞা (গৌড়ে থাকিবার আদেশ)। **ভাঙ্গে**—প্রভু নিত্যানন্দ লঙ্ঘন করেন। **তাঁর সঙ্গের কারণে**—মহাপ্রভুর সঙ্গলাভের নিমিত্ত।

৬। কেবল শ্রীনিতাইচাঁদই যে অনুরাগের প্রভাবে প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন, তাহা নহে; দ্বাপর-লীলায় ব্রজদেবীগণও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিলেন; তাহাই এই পয়ারে বলা হইতেছে।

রাসে যৈছে ইত্যাদি—রাস-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া ব্রজসুন্দরীগণ যখন উন্মত্তের ন্যায় আত্মীয়-স্বজনাদিকে ত্যাগ করিয়া বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন গৃহে ফিরিয়া যাইয়া পতিসেবাদি করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগের আধিক্যবশতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেই আদেশ উপেক্ষা করিলেন, শ্রীকৃষ্ণের নিকটে থাকিয়া তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্তই তাঁহারা উৎকণ্ঠিত হইলেন।

রাসে—মহারাসের রজনীতে। **ঘর যাইতে**—গৃহে যাইয়া পতিসেবাদি করিবার নিমিত্ত। **গোপীকে আজ্ঞা দিলা**—শ্রীকৃষ্ণ আদেশ করিলেন। **সঙ্গে রহিলা**—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রহিলেন, তাঁর আদেশ মত গৃহে গেলেন না।

৭। অনুরাগের আধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ লঙ্ঘন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সুখী হয়েন কিনা, তাহা বলিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করিলে শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হয়েন, ইহা নিশ্চিত; এবং তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিলে তিনি যে অসন্তুষ্ট হয়েন, রুষ্ট হয়েন, ইহাও সত্য; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতির আধিক্যবশতঃ যদি কেহ তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে তাঁহার আদেশ লঙ্ঘনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ রুষ্ট হয়েনই না, পরন্তু তিনি এত তুষ্ট হয়েন যে, তাঁহার আদেশ-পালনেও তত সুখী হয়েন না; তাঁহার আদেশ পালন করিলে শ্রীকৃষ্ণ যত সুখ পায়েন, প্রীতির আধিক্যবশতঃ তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিলে, তিনি তাহার কোটীগুণ অধিক সুখ পাইয়া থাকেন।

ভগবান্ চাহেন প্রীতি; যন্ত্রের মত হিসাব-নিকাশ করা আদেশ পালনে তিনি সুখী হইতে পারেন না, যদি তাহাতে প্রীতি না থাকে। প্রীতিমূলক ব্যবহারেই তিনি সুখী, তিনি প্রীতিরই বশীভূত; তাই তাঁহার আদেশের

বাসুদেবদত্ত মুরারিগুপ্ত গঙ্গাদাস।
শ্রীমান্‌সেন শ্রীমান্-পণ্ডিত অকিঞ্চন-কৃষ্ণদাস ॥ ৮
মুরারি-পণ্ডিত গরুড় পণ্ডিত বুদ্ধিমন্তখান।
সঞ্জয় পুরুষোত্তম পণ্ডিত-ভগবান্ ॥ ৯
শুক্লাম্বর নৃসিংহানন্দ আর যত জন।
সভাই চলিলা নাম না যায় গণন ॥ ১০

কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী মিলিলা আসিয়া।
শিবানন্দসেন চলিলা সভারে লইয়া ॥ ১১
রাঘবপণ্ডিত চলিলা ঝালি সাজাইয়া।
দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া ॥ ১২
নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ।
বৎসরেক মহাপ্রভু করিবেন উপযোগ ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রীতিমূলক লঙ্ঘনেও তিনি পরম-পরিতোষ লাভ করিয়া থাকেন। লৌকিক জগতেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। আমার কোনওরূপ সাংঘাতিক রোগ হইলে, আমার কোনও আত্মীয় যদি প্রত্যহ রাত্রি জাগরণ করিয়া আমার সেবা-শুশ্রূষা করিতে থাকেন, আর তাঁহার স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করিয়া আমি যদি তাঁহাকে বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত আদেশ করি এবং তথাপি তিনি যদি আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ রাত্রিজাগরণ করিয়া আমার শুশ্রূষা করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার আচরণে আমি নিশ্চয়ই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি, আমার আদেশ লঙ্ঘন করিল বলিয়া কখনও প্রাণে প্রাণে তাঁহার প্রতি রুষ্ট হই না; যদিও কখনও রোষ প্রদর্শন করিয়া থাকি, তবে তাহাও প্রীতিসূচক প্রণয়-রোষই হইবে।

এই প্রসঙ্গে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে; এই যে অনুরাগের আধিক্যে বিধি-লঙ্ঘনের কথা বলা হইল, তাহা সাধক-জীবের পক্ষে নহে; কারণ, সাধনের চরম-পরিপক্কাবস্থায় সাধকের প্রেম পর্য্যন্তই প্রাপ্তি হইতে পারে, অনুরাগ-প্রাপ্তি সম্ভব নহে। সুতরাং অনুরাগ-জনিত বিধিলঙ্ঘন তাহার পক্ষে সম্ভব নহে।

এই পরিচ্ছেদে যে শ্রীনিতাইচাঁদ, কি ব্রজসুন্দরীদিগের কথা বলা হইল, অথবা টীকার পূর্ব্বার্দ্ধে যে গোবিন্দের দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইল, তাঁহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ—কেহই সাধক-জীব নহেন। সাধক-ভক্তের পক্ষে বিধি লঙ্ঘন ব্যভিচার বলিয়াই পরিগণিত হইবে—ব্যভিচারে শ্রীকৃষ্ণ কখনও প্রীতিলাভ করিতে পারেন না। ভগবৎ-প্রীতির প্রথম স্তরই প্রেম, তারপর স্নেহ, তারপর প্রণয়, তারপর রাগ, এবং তাহার পরেই অনুরাগ—সিদ্ধদেহ-প্রাপ্তির পূর্ব্বে এসকল (স্নেহাদি) কাহারও পক্ষেই সম্ভব নহে।

৮। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীনিতাইচাঁদের অনুরাগের বৈশিষ্ট্যের কথা বলিয়া, এক্ষণে আবার নীলাচল-যাত্রী গৌড়ীয় ভক্তদের নাম উল্লেখ করিতেছেন।

১১। **কুলীন গ্রামী**—কুলীনগ্রাম-নিবাসী। **খণ্ডবাসী**—শ্রীখণ্ডবাসী।

১২। **রাঘবপণ্ডিত**—ইনি পানিহাটী-নিবাসী। **ঝালি**—পেটিকা। **সাজাইয়া**—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর নিমিত্ত নানাবিধ দ্রব্য ঝালির মধ্যে সাজাইয়া।

দময়ন্তী—রাঘবপণ্ডিতের ভগিনী। ইনি প্রভুর নিমিত্ত নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন; রাঘবপণ্ডিত সেই সমস্ত দ্রব্য ঝালিতে ভরিয়া সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

ব্রজলীলায় রাঘব পণ্ডিত ছিলেন ধনিষ্ঠা—যিনি শ্রীকৃষ্ণকে অপরিমিত খাদ্যসামগ্রী প্রদান করিতেন। আর রাঘবের ভগিনী দময়ন্তী ছিলেন গুণমালা। "ধনিষ্ঠা ভক্ষ্যসামগ্রীং কৃষ্ণায়াদাদ্ ব্রজেঽমিতাম্। সৈব সম্প্রতি গৌরাঙ্গপ্রিয়ো রাঘবপণ্ডিতঃ॥ গুণমালা ব্রজে যাসীদ্দময়ন্তী তু তৎস্বসা॥ গৌরগণোদ্দেশ। ১৬৬-৬৭॥" সুতরাং ইঁহারা উভয়েই নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, কেহই জীবতত্ত্ব নহেন।

১৩। **বৎসরেক** ইত্যাদি—রাঘবপণ্ডিত ঝালিতে করিয়া প্রভুর নিমিত্ত যে দ্রব্য লইয়া যাইতেন, প্রভু একবৎসর পর্য্যন্ত তাহা উপভোগ করিতেন। **উপযোগ**—উপভোগ, আহার।

ঝালিতে কি কি দ্রব্য যাইত, পরবর্ত্তী পয়ারসমূহে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

আম্রকাসুন্দী আদাকাসুন্দী ঝালকাসুন্দী নাম।
নেম্বু আদা আম্র-কোলি বিবিধ বিধান ॥ ১৪
আমসী আম্রখণ্ড তৈলাম্র আমতা।
যত্ন করি গুণ্ডি করি পুরাণ সুকুতা ॥ ১৫
সুকুতা বলিয়া অবজ্ঞা না করিহ চিতে।
সুকুতায় যে সুখ প্রভুর, তাহা নহে পঞ্চামৃতে ॥১৬
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয়।
সুকুতাপাতা কাসুন্দীতে মহাসুখ পায় ॥ ১৭
মনুষ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়।
'গুরুভোজনে উদরে কভু আম হঞা যায় ॥ ১৮
সুকুতা খাইলে সেই আম হইবেক নাশ ॥'
এই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস ॥ ১৯

তথাহি ভারবৌ (৮।২০)—

প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষসন্নিধা-
বুপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনী।
স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং
বসন্তি হি প্রেম্ণি গুণা ন বস্তুনি ॥ ২ ॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

প্রিয়েণেতি। কাচিৎ প্রিয়েণ সংগ্রথ্য স্বয়মেব রচয়িত্বা বিপক্ষ-সন্নিধৌ সপত্নীজন-সমক্ষং পীবরস্তনে বক্ষসি উপাহিতাং স্রজং মালাং জলাবিলাং মৃদিতামপীত্যর্থঃ ন বিজহৌ ন তত্যাজ। ন চ নির্গুণায়াস্তত্র কা প্রীতিরিতি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৪। **আম্রকাসুন্দী**—সরিষার চূর্ণ দ্বারা কাসুন্দী প্রস্তুত হয়; কাসুন্দীতে আম দিয়া আম্রকাসুন্দী প্রস্তুত হয়। **আদাকাসুন্দী**—কাসুন্দীতে আদা দিয়া আদাকাসুন্দী প্রস্তুত হয়। **ঝালকাসুন্দী**—কাসুন্দীতে লঙ্কা দিয়া ঝালকাসুন্দী হয়। **লেম্বু**—লেমু। **কোলি**—কুল, বদরী। **বিবিধ বিধান**—নানা প্রকারে প্রস্তুত লেমু, আদা, আম, কুল। কোনও কোনও গ্রন্থে "বিবিধ-সন্ধান" পাঠ আছে; ইহার অর্থ—নানাবিধ কৌশলে প্রস্তুত।

১৫। **গুণ্ডি করি**—চূর্ণ করিয়া। **পুরাণ সুকুতা**—পুরাতন-পাটপাতা।

১৭। **ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু**—শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাবগ্রাহী; যে প্রীতি-পূর্ণ ভাবের সহিত কেহ প্রভুর নিমিত্ত কোনও জিনিস পাঠান, সেই প্রীতিপূর্ণ ভাবটীই প্রভু গ্রহণ করেন, সেই ভাবগ্রহণেই প্রভুর প্রীতি; সেই ভাবটুকু না থাকিলে কেবল জিনিস গ্রহণ করিয়া প্রভু প্রীতি লাভ করেন না। পরবর্ত্তী "প্রিয়েণ-সংগ্রথ্য" ইত্যাদি শ্লোক ইহার প্রমাণ। **স্নেহমাত্র লয়**—প্রীতিটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া সুখী হয়েন। **সুকুতাপাতা** ইত্যাদি—দময়ন্তী যে প্রীতির সহিত সামান্য সুকুতাপাতা এবং কাসুন্দী প্রভুর নিমিত্ত পাঠান, সেই প্রীতির মাহাত্ম্যেই প্রভু তাহা গ্রহণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন।

১৮। প্রভুর প্রতি দময়ন্তীর কিরূপ প্রীতি, তাহা এই দুই পয়ারে বলিতেছেন।

মনুষ্যবুদ্ধি ইত্যাদি—মহাপ্রভুর প্রতি দময়ন্তীর শুদ্ধ-মাধুর্য্যময়ী প্রীতি—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজপরিকরদের যেরূপ প্রীতি, প্রভুর প্রতিও দময়ন্তীর সেইরূপ প্রীতি। দময়ন্তীর মনে প্রভুর ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান নাই—প্রভু যে স্বয়ং ভগবান্, এইরূপ ভাব দময়ন্তীর মনে স্থান পায় নাই। লীলাশক্তির প্রভাবে দময়ন্তীর চিত্ত হইতে প্রভুর ভগবত্তার জ্ঞান বিদূরিত হইয়াছে—তাই তিনি প্রভুকে মানুষ বলিয়াই মনে করিতেন। অতিভোজনে মানুষের পেটে সময় সময় আম জন্মে; সুকুতা খাইলে সেই আম নষ্ট হইয়া যায়। তাই দময়ন্তী মনে করিলেন, অনেকেই প্রীতির সহিত প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইয়া থাকেন; এই নিমন্ত্রণে লোকের অনুরোধে তাঁহাকে সময় সময় অতিভোজনও হয়তো করিতে হয়; তাহাতে প্রভুর পেটে আম জন্মিবার সম্ভাবনা; এই আমের প্রতিষেধকরূপেই দময়ন্তী প্রভুর নিমিত্ত সুকুতা পাঠাইতেন। দময়ন্তীর এই প্রীতির কথা ভাবিয়াই প্রভু অত্যন্ত আনন্দ পাইতেন। **উদরে**—পেটে। **কভু**—কখনও কখনও। **আম**—শ্লেষ্মাজাতীয় বস্তু।

১৯। **এই স্নেহ**—দময়ন্তীর এইরূপ প্রীতির কথা। **উল্লাস**—আনন্দ।

শ্লো। ২। অন্বয়। প্রিয়েণ (প্রিয়তমদ্বারা) সংগ্রথ্য (স্বহস্তে গ্রথিতা) বিপক্ষসন্নিধৌ (বিপক্ষ—সপত্নী

ধনিয়া-মহুরী-তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া।
লাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া ॥ ২০
শুণ্ঠিখণ্ডনাড়ু আর আমপিত্তহর।
পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি বস্ত্রের কোথলীভিতর॥ ২১
কোলিশুণ্ঠী কোলিচূর্ণ কোলিখণ্ড আর।
কত নাম লৈব, শতপ্রকার আচার ॥ ২২
নারিকেলখণ্ডনাড়ু আর নাড়ু গঙ্গাজল।
চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল ॥ ২৩
চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার।
অমৃতকর্পূর-আদি অনেক প্রকার ॥ ২৪
শালিকাঁচুটি-ধান্যের আতব-চিড়া করি।
নূতন বস্ত্রের বড় থলী সব ভরি ॥ ২৫
কথোক চিড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া ॥ ২৬
শালিতণ্ডুলভাজা চূর্ণ করিয়া।
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনি পাক দিয়া ॥ ২৭

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

বাচ্যমিত্যর্থান্তরন্যাসেনাহ। গুণাঃ প্রেম্ণি বসন্তি বস্তুনি ন বসন্তি হি। যৎ প্রেমাস্পদং তদেব গুণবৎ অন্যত্তু গুণবদপি নির্গুণমেব। প্রেম তু ন বস্তুপরীক্ষামপেক্ষত ইতি ভাবঃ। মল্লিনাথঃ। ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সন্নিধানে) পীবরস্তনে (পীনস্তন) বক্ষসি (বক্ষে) উপহিতাং (অর্পিতা) স্রজং (মালা) জলাবিলাম্ অপি (জলবিহারে মৃদিতা হইয়া গেলেও) কাচিৎ (কোনও কামিনী) ন বিজহৌ (পরিত্যাগ করে নাই); গুণাঃ (গুণ) প্রেম্ণি (প্রেমেতেই) বসন্তি (থাকে), বস্তুনি (বস্তুতে) ন (থাকেনা)।

অনুবাদ। প্রিয়তম স্বহস্তে মালা গাঁথিয়া বিপক্ষ-(সপত্নী)-সন্নিধানে পীনস্তনযুক্ত বক্ষঃস্থলে স্বয়ং অর্পণ করিলে কোনও কামিনী, ঐ মালা জলবিহারে মৃদিতা হইয়া গেলেও, তাহা পরিত্যাগ করেন নাই; কেননা, গুণ প্রেমেতেই থাকে, বস্তুতে থাকে না (যে প্রেমের সহিত প্রিয়তম ব্যক্তি মালা দিয়াছেন, তাহার স্মরণ করিয়াই বিমর্দ্দিতা মালাও তিনি ত্যাগ করেন নাই)।

৩।১০।১ শ্লোকের টীকা এবং ৩।১০।১৭-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। ১৯-পয়ারের দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

২০। **ধনিয়া-মহুরী-তণ্ডুল**—ধনিয়া ও মৌরীর শাঁস।

২১। **শুণ্ঠিখণ্ড লাড়ু আর**—ধনিয়া মহুরীর লাড়ু, আর শুণ্ঠীখণ্ডের লাড়ু। **আমপিত্তহর**—যেই শুণ্ঠীখণ্ডের লাড়ুতে আম ও পিত্ত নষ্ট হয়। **পৃথক্ পৃথক্ বান্ধি**—প্রত্যেক দ্রব্য আলাদা আলাদা করিয়া বাঁধিয়া লইলেন। **বস্ত্রের কোথলি ভিতর**—কাপড়ের থলিয়ার মধ্যে।

২২। **কোলি**—কুল, বদরি। **কোলিশুণ্ঠি**—শুষ্ক কুল।

২৩। **চিরস্থায়ী**—বহুদিনস্থায়ী; অল্পসময়ে যাহা নষ্ট হয়না। **খণ্ডবিকার**—খণ্ডের (খাঁড়ের, গুড়ের) বিকার; গুড়দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য।

২৪। "অমৃত-কর্পূর-আদি" স্থলে "অমৃতকেলি-কর্পূরকেলি" পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়।

২৫। **শালিকাঁচুটি-ধান্য**—সম্ভবতঃ, যে শালি ধান এখনও ভালরকম পাকে নাই, তাহা। **আতব চিড়া**—ধান সিদ্ধ না করিয়া, কেবলমাত্র জলে ভিজাইয়া যে চিড়া তৈয়ার হয়।

২৬। **কথোক চিড়া হুড়ুম** ইত্যাদি—কথক চিড়াকে দোভাজা করিয়া, তাহা আবার ঘৃতে ভাজিয়া।

২৭। শালিধানের চাউল ভাজাকে চূর্ণ করিয়া তাহা ঘৃতে ভিজাইয়া তারপর চিনিতে পাক করিয়া লাড়ু তৈয়ার করিলেন।

কর্পূর মরিচ এলাচি লবঙ্গ রসবাস।
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস ॥ ২৮
শালিধান্যের খৈ পুন ঘৃতেতে ভাজিয়া।
চিনিপাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া ॥ ২৯
ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল।
চিনিপাকে কর্পূরাদি দিয়া নাড়ু কৈল ॥ ৩০
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার।
ঐছে নানা ভক্ষ্যদ্রব্য সহস্রপ্রকার ॥ ৩১
রাঘবের আজ্ঞা, আর করে দময়ন্তী।
দোঁহার প্রভুতে স্নেহ পরম-শকতি ॥ ৩২
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছানিয়া।
পাঁপড়ি করিয়া লৈল গন্ধদ্রব্য দিয়া ॥ ৩৩
পাতল-মৃৎপাত্রে সন্ধানাদি নিল ভরি।
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কোথলি ॥ ৩৪
সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি করাইল।
পরিপাটী করি সব ঝালি ভরাইল ॥ ৩৫
ঝালি বান্ধি মোহর দিল আগ্রহ করিয়া।
তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রমশ করিয়া ॥ ৩৬
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার।
'রাঘবের ঝালি' বলি বিখ্যাতি যাহার ॥ ৩৭
ঝালির উপর মৌসিন মকরধ্বজকর।
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর ॥ ৩৮
এইমতে বৈষ্ণবসব নীলাচলে আইলা।
দৈবে জগন্নাথের সেদিন জললীলা ॥ ৩৯
নরেন্দ্রের জলে গোবিন্দ নৌকাতে চঢ়িয়া।
জলক্রীড়া করে সব ভক্তভৃত্য লঞা ॥ ৪০
সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে।
নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলিরঙ্গে ॥ ৪১
সেইকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নরেন্দ্রেতে প্রভুসঙ্গে হইল মিলন ॥ ৪২
ভক্তগণ পড়ে সভে প্রভুর চরণে।
উঠাইয়া প্রভু সভারে কৈল আলিঙ্গনে ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা তরঙ্গিণী টীকা।

২৮। **রসবাস**—কাবাব চিনি। **পরমসুবাস**—পরম সুগন্ধি।

২৯। **উখরা**—মুড়কি।

৩০। **ভাজাইল**—"ভিজাইল" পাঠান্তরও আছে।

৩৩। **গঙ্গামৃত্তিকা**—গঙ্গার মাটী। **ছানিয়া**—ছাঁকিয়া (সূক্ষ্মচূর্ণ পাইবার নিমিত্ত)। **পাঁপড়ি**—পর্পটী। গঙ্গামৃত্তিকার পাঁপড়ি দাঁত মাজিবার নিমিত্ত।

৩৪। **পাতলা**—যাহা বেশী পুরু নহে। **মৃৎপাত্র**—মাটীর ভাণ্ড। **সন্ধানাদি**—আচার (চাটনি) প্রভৃতি ; যাহাতে নষ্ট না হইতে পারে, তাই এইসব মাটীর পাত্রে রাখিলেন।

৩৬। **মোহর দিল**—ঝালির বন্ধনস্থলে গালা দিয়া নামাঙ্কিত মোহরের ছাপ দিলেন ; যেন কেহ খুলিতে সাহস না করে, খুলিলেই মোহর ভাঙ্গিয়া যাইবে, সুতরাং ধরা পড়িবে। **বোঝারি**—বোঝা-বহনকারী ; তিনজন বোঝারি (মুটিয়া) একজনের পর একজন করিয়া ঝালি বহন করিত।

৩৮। **মৌসীল**—উপযুক্ত রক্ষক। "মুনসিব, মুহুসিন, মুনসব" ইত্যাদি পাঠান্তরও আছে। **মকরধ্বজকর**—জনৈক ভক্তের নাম।

৩৯। **দৈবে**—দৈবাৎ। বৈষ্ণবগণ যেদিন নীলাচলে আসিয়া পৌঁছিলেন, সেই দিন জগন্নাথের জলকেলির দিন ছিল ; কিন্তু ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ জানিতেন না। **জললীলা**—নরেন্দ্র-সরোবরে জলকেলি। শ্রীজগন্নাথের প্রতিনিধি শ্রীবিগ্রহকে সুসজ্জিত নৌকায় চড়াইয়া নরেন্দ্র-সরোবরে বিহার করান হয়।

৪০। **নরেন্দ্রের জলে**—নীলাচলস্থিত নরেন্দ্র-সরোবরের জলে। **গোবিন্দ**—শ্রীগোবিন্দবিগ্রহ ; ইনিই জগন্নাথের প্রতিনিধিরূপে নরেন্দ্রে জলবিহার করেন। **ভক্তভৃত্য**—ভক্তরূপ দাস। "ভক্তগণ" পাঠান্তরও আছে।

গৌড়িয়াসম্প্রদায় সব করয়ে কীর্ত্তন।
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন ॥ ৪৪
জলক্রীড়ার বাদ্য গীত নর্ত্তন কীর্ত্তন।
মহাকোলাহল তীরে, সলিলে খেলন ॥ ৪৫
গৌড়ীয়াসঙ্কীর্ত্তন আর রোদন মিলিলা।
মহাকোলাহল হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া ॥ ৪৬
সবভক্ত লঞা প্রভু নাম্বিল সেইজলে।
সভা লঞা জলক্রীড়া করে কুতূহলে ॥ ৪৭
প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিয়াছেন বর্ণন ॥ ৪৮
পুন ইহাঁ বর্ণিলে পুনরুক্তি হয়।
ব্যর্থ লিখন হয়, আর গ্রন্থ বাঢ়য় ॥ ৪৯
জললীলা করি গোবিন্দ চলিলা আলয়।
নিজ-গণ লঞা প্রভু চলিলা দেবালয় ॥ ৫০
জগন্নাথ দেখি পুন নিজঘর আইলা।
প্রসাদ আনাইয়া ভক্তগণে খাওয়াইলা ॥ ৫১
ইষ্টগোষ্ঠী সভা লঞা কথোক্ষণ কৈল।
নিজনিজ পূর্ব্ববাসায় সভায় পাঠাইল ॥ ৫২
গোবিন্দের ঠাঞি রাঘব ঝালি সমর্পিলা।
ভোজনগৃহের কোণে ঝালি গোবিন্দ রাখিলা ॥ ৫৩
পূর্ব্ব-বৎসরের ঝালি আজাড় করিয়া।
দ্রব্য ধরিবারে রাখে অন্যগৃহে লঞা ॥ ৫৪
আরদিন মহাপ্রভু নিজ-গণ লঞা।
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাঞা ॥ ৫৫
বেঢ়াকীর্ত্তনের তাহাঁ আরম্ভ করিল।
সাত সম্প্রদায় তবে গাইতে লাগিল ॥ ৫৬
সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য করে সাতজন—।
অদ্বৈত-আচার্য্য, আর প্রভু নিত্যানন্দ ॥ ৫৭
বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, পণ্ডিত শ্রীনিবাস।
সত্যরাজখান, আর নরহরিদাস ॥ ৫৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৪। **গৌড়িয়া সম্প্রদায়** ইত্যাদি—গৌড় হইতে আগত বৈষ্ণবগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে গিয়া উপনীত হইলেন। **প্রেমের ক্রন্দন**—প্রীতির উচ্ছ্বাস বশতঃ ক্রন্দন; দুঃখজনিত ক্রন্দন নহে।

৪৫। **মহাকোলাহল তীরে**—বাদ্যগীত-কীর্ত্তনাদিতে সরোবরের তীরে মহাকোলাহল হইল **কোলাহল**—নানাবিধ উচ্চশব্দ; ঝগড়া নহে। **সলিলে খেলন**—সরোবরের জলে জলক্রীড়া (আর তীরে কীর্ত্তনজনিত কোলাহল)। **সলিল**—জল।

৪৬। কীর্ত্তনের ধ্বনি এবং প্রেম-ক্রন্দনের ধ্বনিতে সরোবর-তীরে কোলাহল হইতেছিল। **রোদন**—ক্রন্দন।

৪৮। **দাসবৃন্দাবন**—বৃন্দাবনদাস ঠাকুর। **চৈতন্য মঙ্গল**—শ্রীচৈতন্যভাগবত।

৪৯। প্রভুর জলকেলির কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া কবিরাজ-গোস্বামী আর বর্ণন করিলেন না। শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড, ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫০। **গোবিন্দ**—শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ। **আলয়**—শ্রীমন্দির। **দেবালয়**—শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে, দর্শনার্থ।

৫২। **নিজ নিজ পূর্ব্ববাসায়**—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যিনি যে বাসায় ছিলেন, তাঁহাকে এবারও সেই বাসাতেই প্রভু পাঠাইলেন।

৫৩। **গোবিন্দের ঠাঞি**—গোবিন্দের নিকটে; ইনি প্রভুর সেবক গোবিন্দ।

৫৪। **আজাড়**—খালি। **দ্রব্য ধরিবারে**—জিনিস রাখিবার নিমিত্ত।

৫৫। **শয্যোত্থানে**—শেষরাত্রিতে শয্যা হইতে শ্রীজগন্নাথের উত্থানের সময়।

৫৬। **বেঢ়াকীর্ত্তন**—শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের চারিদিকে ঘুরিয়া কীর্ত্তন।

৫৭-৮। শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, বক্রেশ্বর, অদ্বৈত-তনয় অচ্যুতানন্দ, শ্রীবাস-পণ্ডিত, সত্যরাজখান এবং নরহরিদাস—এই সাতজন সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য করিয়াছেন।

সাত সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ।
'মোর সম্প্রদায় প্রভু' ঐছে সভার মন ॥ ৫৯
সঙ্কীর্ত্তন-কোলাহলে আকাশ ভেদিল।
সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল ॥ ৬০
রাজা আসি দূরে দেখে নিজ গণ লঞা।
রাজপত্নীসব দেখে অট্টালী চঢ়িয়া ॥ ৬১
কীর্ত্তন আটোপে পৃথিবী করে টলমল।
হরিধ্বনি করে লোক, হৈল কোলাহল ॥ ৬২
এইমত কথোক্ষণ করাইল কীর্ত্তন।
আপনে নাচিতে তবে প্রভুর হৈল মন ॥ ৬৩
সাত দিগে সাত সম্প্রদায় গায় বাজায়।
মধ্যে মহাপ্রেমাবেশে নাচে গৌররায় ॥ ৬৪
উড়িয়া-পদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল।
স্বরূপেরে সেইপদ গাইতে আজ্ঞা দিল ॥ ৬৫

তথাহি পদম্—

জগমোহন পরিমুণ্ডা যাঙ্ ॥ ধ্রু ॥ ৩

এইপদে নৃত্য করে পরম-আবেশে।
সবলোক চৌদিগে প্রভুর প্রেমজলে ভাসে ॥ ৬৬
'বোল' 'বোল' বোলেন প্রভু বাহু তুলিয়া।
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া ॥ ৬৭
কভু পড়ি মূর্চ্ছা যায়, শ্বাস নাহি আর।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করি হুহুঙ্কার ॥ ৬৮

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

পরিমুণ্ডা নির্ম্মঞ্ছনস্য ভাষা। চক্রবর্ত্তী। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৫৯। প্রভু সকল সম্প্রদায়েই ভ্রমণ করেন ; অথচ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকই মনে করিতেছেন, প্রভু কেবল তাঁহাদের সম্প্রদায়েই আছেন, অন্য সম্প্রদায়ে যান না। প্রভুর অতি দ্রুত ভ্রমণের ফলে, অথবা প্রভুর ঐশ্বর্য্য-শক্তির প্রভাবেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। ২।১১।২১৩-১৬ পয়ারের টীকা এবং ২।৮।৮২-৮৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬১। দূরে দেখে—দূরে থাকিয়া দেখেন। বিষয়ী রাজার দর্শনে প্রভুর ভাব নষ্ট হইবে আশঙ্কাতেই বোধ হয় রাজা সঙ্কীর্ত্তন-স্থানে আসেন নাই। **নিজগণ**—রাজ-পরিষদগণ।

৬২। কীর্ত্তন-আটোপে—কীর্ত্তনের আবেশে ভক্তগণের হুঙ্কার, গর্জ্জন, নর্ত্তন উল্লম্ফনাদিতে। "আটোপে" স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে "আরম্ভে" ও "আবেশে" পাঠান্তর আছে।

৬৫। উড়িয়া-পদ—উড়িষ্যাদেশীয় ভাষায় লিখিত কীর্ত্তনের পদ। **স্বরূপেরে**—স্বরূপ-দামোদরকে। **সেই পদ**—উড়িয়া-পদ ; নিম্নে একটী উড়িয়া পদ লিখিত হইয়াছে।

শ্লো। ৩। অন্বয়। সহজ। ইহা একটী উড়িয়া কীর্ত্তনের পদ। **জগমোহন**—হে জগমোহন ; সমস্ত জগদ্বাসীর মনোমোহন ; জগন্নাথ। **পরিমুণ্ডা**—নির্ম্মঞ্ছন। **যাঙ্**—যাই। **জগমোহন পরিমুণ্ডা যাঙ্**—হে সর্ব্বচিত্তমোহন জগন্নাথ ! তোমার নির্ম্মঞ্ছন যাই ; তোমার বালাই যাই।

এই পদের **স্থলে নিম্নলিখিতরূপ পাঠান্তরও** আছে :—"জগমোহন পরিমুণ্ডা যাই। মন মাতিলা রে চকা চন্দ্রকু চাঞ্জি॥" শেষ পদের অর্থ—জগমোহনের চন্দ্র বদন দেখিয়া মন মত্ত হইল।

৬৬। উড়িয়া-পদকীর্ত্তন শুনিয়া প্রেমাবেশে প্রভুর দেহে অশ্রু-কম্পাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাব উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। এই পয়ারে অশ্রুর কথা বলিয়া পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে অন্যান্য সাত্ত্বিক ভাবের কথা বলিয়াছেন। **সব লোক চৌদিকে**—প্রভুর চারিদিকের সমস্ত লোক। **প্রভু-প্রেমজলে**—প্রেমাবেশে প্রভুর নয়ন হইতে প্রবলবেগে যে অশ্রু ঝরিতেছে, তাহাতে।

প্রভুর নয়ন হইতে এত প্রবলবেগে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছিল যে, চারিদিকের সমস্ত লোকই তাহাতে ভিজিয়া গিয়াছিল।

সঘনে পুলক যেন শিমূলীর তরু।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ—কভু হয় সরু ॥ ৬৯
প্রতিরোমকূপে হয় প্রস্বেদ রক্তোদ্গম।
'জজ গগ মম পরি' গদ্গদ বচন ॥ ৭০
এক এক দন্ত যেন পৃথক্ পৃথক্ নড়ে।
তৈছে নড়ে দন্ত, যেন ভূমে খসি পড়ে ॥ ৭১
ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে প্রভুর আনন্দ আবেশ।
তৃতীয় প্রহর হৈল, নৃত্য নহে অবশেষ ॥ ৭২
সবলোকের উথলিল আনন্দ-সাগর।
সবলোক পাসরিল দেহ-আত্মঘর ॥ ৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৯। এই পয়ারে পুলকের কথা বলিতেছেন।

সঘন—ঘনের সহিত বর্ত্তমান। **ঘন**—ত্বক্; শরীর (ইতি রাজনির্ঘণ্ট)। ঘন-শব্দের এই অর্থে, **সঘন পুলক**—শরীরের বা ত্বকের সহিত পুলক (রোমাঞ্চ)। রোমাঞ্চের সঙ্গে দেহের বা ত্বকের (চামড়ার) অংশও যেন ব্রণের আকারে ফুলিয়া উঠিয়াছে। **অথবা,** ঘন—সান্দ্র (ইতি অমর), খুব কাছাকাছি। **সঘন পুলক**—প্রভুর দেহের পুলক-সমূহ খুব ঘনসন্নিবিষ্ট ছিল, খুব কাছাকাছি ছিল। **অথবা,** ঘন—পূর্ণ (ইতি শব্দরত্নাবলী)। **সঘন পুলক**—সম্পূর্ণ পুলক; ব্রণাকৃতি পুলকসমূহ সম্পূর্ণভাবে (খুব বড় বড়, উচ্চ হইয়া) বিকশিত হইয়াছিল। **শিমূলী**—শিমূলতুলা। **তরু**—গাছ। **যেন শিমূলীর তরু**—শিমূল গাছের কাঁটাগুলি যেমন স্ফীত ব্রণের মত গাছের চামড়ার উপরে উচ্চ হইয়া থাকে এবং খুব কাছাকাছি থাকে, প্রভুর দেহের পুলকগুলিও তেমনি শোভা পাইতেছিল। প্রভুর পুলকময় দেহকে শিমূল গাছের মতনই যেন দেখাইতেছিল। **কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ** ইত্যাদি—প্রভুর দেহ কোনও সময়ে বা প্রফুল্লিত (স্ফীত) হইয়া যায়। অন্তর্নিহিত ভাবের প্রভাবে এইরূপ হইয়া থাকে।

অথবা, প্রফুল্লিত—পুষ্পিত, পুষ্পের ন্যায় শোভাযুক্ত পুলকময়। **সরু**—কৃশ; পুলকহীন অবস্থার দেহ, পুলকযুক্ত অবস্থার দেহ হইতে কৃশ বলিয়াই মনে হয়।

অথবা, প্রফুল্লিত—আনন্দময়। শ্রীরাধার ভাবে প্রভুর চিত্তে যখন প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের অবস্থা স্ফুরিত হয়, তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে যেন আনন্দের ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে; আবার যখন শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের কথা স্ফুরিত হয়, তখন দুঃখের আতিশয্যে তাঁহার দেহ যেন নিতান্ত কৃশ হইয়া যায়।

৭০। **প্রস্বেদ**—প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম।

রক্তোদ্গম—রক্ত বাহির হওয়া।

প্রতি রোমকূপে ইত্যাদি—অষ্ট সাত্ত্বিকের অশ্রু ও পুলকের কথা বলিয়া এক্ষণে স্বেদের (ঘর্ম্মের) কথা বলিতেছেন। প্রভুর প্রত্যেক রোমকূপ হইতেই প্রবলবেগে প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছিল; এই ঘর্ম্ম এত বেগে বাহির হইতেছিল যে, ঘর্ম্মের সঙ্গে রক্ত পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। **জজ, গগ** ইত্যাদি—এস্থলে **স্বরভঙ্গ** বা গদ্গদ বাক্যের (অষ্টসাত্ত্বিকের একটীর) কথা বলিতেছেন। প্রেমাবেশে প্রভুর স্বরভঙ্গ-বশতঃ বাক্যস্খলন হওয়ায় "জগ" বলিতে পারিতেছেন না, "জজ গগ" মাত্র বলিতেছেন; "মোহন" বলিতে যাইয়া "ম ম" বলিতেছেন; "পরিমুণ্ডা" বলিতে যাইয়া "পরি পরি" বলিতেছেন।

৭১। এই পয়ারে কম্প-নামক সাত্ত্বিকভাবের কথা বলিতেছেন। দেহে কম্প উপস্থিত হইলে ঠক্ ঠক্ করিয়া দাঁতে দাঁতে শব্দ হইতে থাকে; তাহাতে মনে হয় যেন দাঁতগুলিই কাঁপিতে থাকে। প্রভুর দেহে এত বেশী কম্প উপস্থিত হইয়াছিল এবং তদ্দরুণ তাঁহার দাঁতগুলি এতই ঠক্ ঠক্ শব্দ করিতেছিল যে, মনে হইতেছিল যেন, প্রত্যেকটী দাঁতই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নড়িতেছিল। আবার প্রত্যেকটী দাঁতই এমন ভাবে নড়িতেছিল, যেন মুখ হইতে খসিয়া মাটীতে পড়িয়া যাওয়ার মত হইতেছিল।

৭২। **তৃতীয় প্রহর**—বেলা তৃতীয় প্রহর। **অবশেষ**—শেষ, অবসান।

৭৩। **দেহ-আত্মঘর**—নিজের দেহ ও নিজের গৃহের কথা।

তবে নিত্যানন্দ প্রভু সৃজিল উপায়।
ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তনীয়া রাখিল সভায় ॥ ৭৪
স্বরূপের সঙ্গে মাত্র এক সম্প্রদায়।
স্বরূপের সঙ্গে সেহো মন্দস্বরে গায় ॥ ৭৫
কোলাহল নাহি, প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল।
তবে নিত্যানন্দ সভার শ্রম জানাইল ॥ ৭৬
ভক্তশ্রম জানি কৈল কীর্ত্তন সমাপন।
সভা লঞা আসি কৈল সমুদ্রে স্নপন ॥ ৭৭
সভা লঞা প্রভু কৈল প্রসাদভোজন।
সভাকে বিদায় দিল করিতে শয়ন ॥ ৭৮
গম্ভীরার দ্বারে কৈল আপনে শয়ন।
গোবিন্দ আইলা করিতে পাদসংবাহন ॥ ৭৯
সর্ব্বকাল আছে এই সুদৃঢ় নিয়ম।
প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন ॥ ৮০
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদসংবাহন।
তবে যাই প্রভুর শেষ করেন ভোজন ॥ ৮১
সব দ্বার জুড়ি প্রভু করিয়াছেন শয়ন।
ভিতরে যাইতে নারে গোবিন্দ করে নিবেদন ॥৮২
একপাশ হও, মোরে দেহ ভিতর যাইতে।
প্রভু কহে—শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে ॥ ৮৩
বারবার গোবিন্দ কহে একদিগ্ হৈতে।
প্রভু কহে—আমি অঙ্গ নারি চালাইতে ॥ ৮৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৭৪। **সৃজিল উপায়**—কীর্ত্তন বন্ধ করিবার এবং প্রভুর নৃত্যাবেশ ছুটাইবার উপায় সৃজন করিলেন।

রাখিল সভায়—কীর্ত্তন হইতে সরাইয়া রাখিলেন।

৭৫। "স্বরূপের সঙ্গে মাত্র এক সম্প্রদায়"—এই স্থলে "প্রধান প্রধান যেবা হয় সম্প্রদায়" এইরূপ পাঠও আছে। সম্প্রদায়-মধ্যে যাহারা প্রধান প্রধান ব্যক্তি, তাঁহারা এক সম্প্রদায় হইয়া স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে রহিলেন।

সেহো—কোনও কোনও স্থলে "পাঁচ ছয় জন তারা" পাঠ আছে। **মন্দস্বরে**—আস্তে আস্তে, মৃদুস্বরে। **গায়**—গান করে।

৭৬। **কোলাহল নাহি** ইত্যাদি—কোলাহল না থাকায় প্রভুর কিঞ্চিৎ বাহ্য স্ফূর্ত্তি হইল। **সভার শ্রম জানাইল**—কীর্ত্তনের পরিশ্রমে সকলেই যে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন, একথা প্রভুকে জানাইলেন।

৭৭। **স্নপন**—স্নান।

৭৮। **সভাকে বিদায়** ইত্যাদি—শয়ন করিয়া বিশ্রাম লাভের আদেশ দিয়া সকল ভক্তকে প্রভু গৃহে পাঠাইলেন।

৭৯। সকলকে বাসায় পাঠাইয়া দিয়া প্রভু নিজে গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলেন।

পাদ-সংবাহন—প্রভুর পাদসেবা।

৮০। **সর্ব্বকাল**—সর্ব্বদাই। **সুদৃঢ় নিয়ম**—যে নিয়ম কখনও ভঙ্গ হয় না।

৮১। **তবে**—প্রভুর পাদসংবাহনের পরে। **প্রভুর শেষ**—প্রভুর অবশেষ-প্রসাদ।

৮২। **সব দ্বার জুড়ি**—গম্ভীরার সমস্ত দ্বার জুড়িয়া, বাহির হইতে ভিতরে যাইবার পথ না রাখিয়া।

ভিতর যাইতে ইত্যাদি—পাদসংবাহন করিবার নিমিত্ত ঘরের মধ্যে যাইতে না পারিয়া গোবিন্দ প্রভুর নিকটে নিবেদন করিলেন (কি নিবেদন করিলেন, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে ব্যক্ত আছে)।

৮৩। **এক পাশ হও**—প্রভু, এক পার্শ্বে সরিয়া যাও। **মোরে দেহ** ইত্যাদি—আমাকে গৃহের মধ্যে যাওয়ার পথ দাও। **শক্তি নাহি** ইত্যাদি—প্রভু বলিলেন, "গোবিন্দ, আমি যে নড়িতে চড়িতে পারি, আমার এমন শক্তি নাই।"

গোবিন্দ কহে—করিতে চাহি পাদ সংবাহন।
প্রভু কহে—কর বা না কর
যেই লয় তোমার মন ॥ ৮৫
তবে গোবিন্দ বহির্ব্বাস তাঁর উপরে দিয়া।
ভিতর ঘর গেলা মহাপ্রভুকে লজ্ঘিয়া ॥ ৮৬
পাদসংবাহন কৈল, কটি পৃষ্ঠ চাপিল।
মধুর মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল ॥ ৮৭
সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর—গোবিন্দ চাপে অঙ্গ।
দণ্ডদুই-বহি প্রভুর নিদ্রা হৈল ভঙ্গ ॥ ৮৮
গোবিন্দে দেখিয়া প্রভু বোলে ক্রুদ্ধ হঞা।
অদ্যাপিহ এতক্ষণ আছিস বসিয়া ? ॥ ৮৯
নিদ্রা হৈলে কেনে নাহি গেলা প্রসাদ খাইতে ?
গোবিন্দ কহে—দ্বারে শুইলা,
যাইতে নাহি পথে ॥ ৯০
প্রভু কহে—ভিতরে তবে আইলা কেমনে ?
তৈছে কেনে প্রসাদ লৈতে না কৈলে গমনে ॥ ৯১
গোবিন্দ কহে মনে—আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন ॥ ৯২
সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি ॥ ৯৩
এত সব মনে করি গোবিন্দ রহিলা।
প্রভু যে পুছিলা, তার উত্তর না দিলা ॥ ৯৪
প্রত্যহ প্রভুর নিদ্রা আইলে যায় প্রসাদ লৈতে।
সে দিবসের শ্রম জানি রহিলা চাপিতে ॥ ৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮৬। **তাঁর উপরে দিয়া**—প্রভুর গায়ের উপরে ফেলিয়া ; লজ্ঘন করিয়া যাওয়ার সময় যেন প্রভুর গায়ে গোবিন্দের পায়ের ধূলা না পড়ে, এই উদ্দেশ্যে। **লজ্ঘিয়া**—ডিঙ্গাইয়া, গায়ের উপর দিয়া।

৮৭। **কটি, পৃষ্ঠ চাপিল**—প্রভুর কটি চাপিয়া দিল এবং পৃষ্ঠও চাপিয়া দিল, প্রভুর দেহের ক্লান্তি দূর করার নিমিত্ত।

৮৯। **ক্রুদ্ধ হঞা**—অন্যান্য দিন প্রভুর নিদ্রা হইলেই গোবিন্দ আহার করিবার নিমিত্ত চলিয়া যায়েন ; আজ যখন দেখিলেন যে গোবিন্দ বসিয়াই রহিয়াছেন, তখন মনে করিলেন, গোবিন্দ এখনও আহার করেন নাই ; তাই প্রভুর ক্রোধ হইল—ইহা বাস্তবিক ক্রোধ নহে, প্রেম-কোপ মাত্র। **অদ্যাপিহ**—আজিও। কোনও কোনও গ্রন্থে "আদিবশ্যা" পাঠ আছে। **আদিবশ্যা**—অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিকে বলা যায়, এমন একটি মিষ্ট গালি। তামিল ভাষায় —অত্যন্ত প্রিয়ব্যক্তিকে আদিবশ্যা বলে। ৩।১০।১১৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৯১। **তৈছে**—প্রভুকে লজ্ঘন করিয়া।

৯২। প্রভুর কথা শুনিয়া গোবিন্দ প্রকাশ্যে কিছু বলিলেন না, কিন্তু মনে মনে বলিলেন—"প্রভু তোমার চরণ-সেবাই আমার নিয়ম, ইহাই আমার ব্রত ; তোমার চরণ-সেবার নিমিত্ত যদি আমাকে এমন কাজও করিতে হয়, যাহাতে আমার অপরাধ হওয়ার সম্ভাবনা, কি নরক-গমনের সম্ভাবনা আছে, আমি তাহাও করিতে প্রস্তুত" (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৯৩। **সেবা লাগি**—প্রভুর সেবার নিমিত্ত। **কোটি অপরাধ নাহি গণি**—কোটি কোটি অপরাধ করিতে হইলেও তাহাতে আমি ভীত হই না। **স্ব-নিমিত্ত**—নিজের সুখ-ভোগাদির নিমিত্ত। **অপরাধাভাসে**—অপরাধ তো দূরের কথা, অপরাধের আভাসেও।

প্রভুকে লজ্ঘন করিয়া গোবিন্দ প্রসাদ পাইতে যাইতে পারিতেন ; কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না ; কারণ, প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-লজ্ঘন অপরাধ-জনক ; প্রভুর সেবার আনুকূল্যার্থ তিনি অপরাধ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য অপরাধ তো দূরের কথা, অপরাধের আভাসও যাহাতে আছে, এমন কোনও কাজ করিতে প্রস্তুত নহেন।

৯৫। **রহিলা চাপিতে**—প্রভুর নিদ্রার সময়েও প্রভুর চরণ চাপিতে লাগিলেন।

যাইতেহো পথ নাহি, যাইবে কেমনে।
মহা অপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে ॥ ৯৬
এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্রের সূক্ষ্ম-ধর্ম্ম।
চৈতন্যকৃপায় জানে এই ধর্ম্মমর্ম্ম ॥ ৯৭
ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী।
এই সব প্রকাশিতে কৈল এত ভঙ্গী ॥ ৯৮
সংক্ষেপে কহিল এই পরিমুণ্ডানৃত্য।
অদ্যাপিহ গায় যাহা চৈতন্যের ভৃত্য ॥ ৯৯
এই মত মহাপ্রভু লঞা নিজ গণ।
গুণ্ডিচাগৃহের কৈল ক্ষালন-মার্জ্জন ॥ ১০০
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু কীর্ত্তন নর্ত্তন।
পূর্ব্ববৎ টোটাতে কৈল বন্যভোজন ॥ ১০১
পূর্ব্ববৎ রথ-আগে করিল নর্ত্তন।
হোরাপঞ্চমী-যাত্রা কৈল দরশন ॥ ১০২
চারি মাস বর্ষা রহিলা সবভক্তগণ।
জন্মাষ্টমী-আদি যাত্রা কৈল দরশন ॥ ১০৩
পূর্ব্বে যদি গৌড় হৈতে ভক্তগণ আইলা।
প্রভুরে কিছু খাওয়াইতে সভার ইচ্ছা হৈলা ॥১০৪
কেহো কোন প্রসাদ আনি দেন গোবিন্দের ঠাঞি।
ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞি ॥ ১০৫
কেহো পৈড়, কেহো নাড়ু কেহো পিঠা-পানা।
বহুমূল্য উত্তম প্রসাদ—প্রকার যার নানা ॥ ১০৬
'অমুক এই দিয়াছেন' গোবিন্দ করে নিবেদন।
'ধরি রাখ' বলি প্রভু না করে ভক্ষণ ॥ ১০৭
ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ।
শতজনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন ॥ ১০৮
গোবিন্দেরে সভে পুছে করিয়া যতন—
আমাদত্ত প্রসাদ প্রভুকে করাইলে ভক্ষণ? ॥১০৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯৭। **সূক্ষ্ম ধর্ম্ম**—ভগবৎ-সেবাই ভক্তের একমাত্র কর্ত্তব্য; তজ্জন্য যাহা কিছু দরকার, তাহা অপরাধজনক হইলেও, ভক্ত তাহা করিতে প্রস্তুত; কারণ, অপরাধের ফল ভোগ করিতে হইবে নিজেকে। অপরাধের ভয়ে কোনও কাজ না করিলে যদি প্রভুর সেবায় বিঘ্ন হয়—ইহা ভক্তের পক্ষে অসহনীয়; ইহাতে ভক্তের কর্ত্তব্যের হানি হইবে। ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ-সেবার নিমিত্ত স্বজন-আর্য্যপথ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই; প্রভুর পাদ-সম্বাহনের নিমিত্ত গোবিন্দ প্রভুর শ্রীঅঙ্গ লঙ্ঘন করিতেও ইতস্ততঃ করেন নাই; কারণ, নিজের সুখ-দুঃখের প্রতি ভক্তের কোনওরূপ অনুসন্ধানই থাকেনা। কিন্তু নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নিমিত্ত ভক্ত কখনও কোনওরূপ অন্যায় কার্য্য করিবেন না। ইহাই ভক্তিধর্ম্মের সূক্ষ্ম মর্ম্ম।

৯৮। **রঙ্গী**—উৎসাহযুক্ত; কৌতুহলী। **এই সব**—ভক্তি-ধর্ম্মের সূক্ষ্ম-মর্ম্ম এবং গোবিন্দের সেবা-নিষ্ঠা। **এত ভঙ্গী**—গম্ভীরার দ্বার জুড়িয়া শুইয়া থাকা এবং গোবিন্দের প্রার্থনাতেও তাঁহাকে ভিতরে যাওয়ার পথ না দেওয়া। যদি প্রভু গোবিন্দকে ভিতরে যাওয়ার পথ ছাড়িয়া দিতেন, তাহা হইলে গোবিন্দের সেবা-নিষ্ঠা প্রকাশ পাইত না, ভক্তি-ধর্ম্মের সূক্ষ্ম-মর্ম্মও প্রদর্শিত হইত না।

৯৯। **পরিমুণ্ডানৃত্য**—"জগমোহন পরিমুণ্ডা যাঙ" এই পদ-কীর্ত্তন-উপলক্ষ্যে প্রভুর নৃত্যের কথা।

১০১। **পূর্ব্ববৎ**—পূর্ব্ববৎসরের মতন। **টোটা**—পুষ্প-বাগিচা।

১০৫। **প্রসাদ**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ, যাহা কোনও ভক্ত প্রভুর নিমিত্ত কিনিয়া আনিয়া গোবিন্দের নিকটে দেন।

১০৬। **পৈড়**—পেঁড়া। **ধরি রাখ**—ঘরে রাখিয়া দাও।

১০৭। **ধরিতে ধরিতে**—ভক্তগণের প্রদত্ত প্রসাদ ঘরে রাখিয়া দিতে দিতে। **শতজনের ভক্ষ্য ইত্যাদি**—ঘরে যে পরিমাণ প্রসাদ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাতে একশত লোকের আহার হইতে পারে।

১০৯। **আমাদত্ত প্রসাদ**—আমি যে প্রসাদ আনিয়া দিয়াছি।

কাহাকে কিছু কহি গোবিন্দ করেন বঞ্চন।
আর দিন প্রভুকে কহে নির্বেদ-বচন—॥ ১১০
আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে।
তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে॥১১১
তুমি সে না খাও, তারা পুছে বারবার।
কত বঞ্চনা করিব, কেমতে আমার নিস্তার ? ॥১১২
প্রভু কহে আদিবশ্যা দুঃখ কাহে মানে ?।
কে কি দিয়াছে, সব আনহ এখানে॥ ১১৩
এত বলি মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে—।
নাম ধরি ধরি গোবিন্দ করে নিবেদনে—॥ ১১৪
আচার্য্যের এই পৈড় পানা সরপূপী।
এই অমৃত গোটিকা মণ্ডা এই কর্পূরকূপী॥ ১১৫
শ্রীবাসপণ্ডিতের এই অনেকপ্রকার।
পিঠা পানা অমৃতগোটিকা মণ্ডা পদ্মচিনি আর॥১১৬
আচার্য্যরত্নের এই সব উপহার।
আচার্য্যনিধির এই অনেক প্রকার॥ ১১৭
বাসুদেব দত্তের এই, মুরারিগুপ্তের আর
বুদ্ধিমন্তখানের এই বিবিধ প্রকার॥ ১১৮
শ্রীমান্‌সেন, শ্রীমান-পণ্ডিত, আচার্য্য-নন্দন।
তাহাসভার দত্ত এই করহ ভক্ষণ॥ ১১৯
কুলীনগ্রামীর এই—আগে দেখ যত।
খন্দবাসিলোকের এই দেখ তত॥ ১২০
ঐছে সভার নাম লঞা প্রভুর আগে ধরে।
সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সব ভোজন করে॥ ১২১
যদ্যপি মাসেকের বাসি মুখ করা নারিকেল।
অমৃতগোটিকা-আদি পানাদি সকল॥ ১২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১০। **কাহোকে কিছু কহি**—প্রভু তো কাহারও প্রসাদই ভক্ষণ করেন নাই; অথচ ইহা গোবিন্দ ভক্তগণকে বলিতেও পারেন না, পাছে ভক্তগণের মনে কষ্ট হয়। তাই একথা ওকথা বলিয়া একরকম ফাঁকি দিয়াই যেন তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিতেন। **কহে নির্ব্বেদ বচন**—দুঃখের সহিত কথা বলিলেন। পরবর্ত্তী দুই পয়ার গোবিন্দের উক্তি।

১১২। **কেমতে আমার নিস্তার**—আমি যে বৈষ্ণবদের প্রতারণা করিতেছি, এই অপরাধ হইতে আমি কিরূপে উদ্ধার পাইব ?

১১৩। **আদিবশ্যা**—৩।১০।৮৯ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। আদি (অনাদি) কাল হইতে বশ্য (বশীভূত) আদিবশ্য; অনাদিকাল হইতেই শ্রীগোবিন্দ (নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ বলিয়া) গৌরের প্রতি শুদ্ধা প্রীতির বশীভূত এবং এই প্রীতিবশ্যতাবশতঃই তিনি গৌরের সেবা করিয়া থাকেন। স্নেহমূলক চল্‌তি কথায় প্রভু তাঁহাকে "আদিবশ্যা" বলিয়া ঐ তত্ত্বই প্রকাশ করিলেন। অথবা, বশী=বশকারী; স্নেহমূলক চল্‌তি কথায় যেমন শশীকে "শশ্যা" বলা হয়, তদ্রূপ বশীকেও "বশ্যা" বলা যায়। শুদ্ধাপ্রীতির প্রভাবে গোবিন্দ অনাদিকাল হইতেই গৌরকে বশীভূত করিয়া আদিবশী (বা আদিবশ্যা) হইয়াছেন। "আদিবশ্যা" বলিয়া প্রভু তাহারই ইঙ্গিত দিলেন। উচ্চারণের অনুগমন করিয়া কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন, শব্দটী হইতেছে "আদিবৈশ্য"—যাহার আদিতে (অগ্রে) বৈশ্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের মধ্যে শূদ্রের আগে থাকে বৈশ্য; সুতরাং আদিবৈশ্য-শব্দে শূদ্রকে বুঝাইতে পারে। শূদ্রের কার্য্য হইতেছে সেবা; সুতরাং আদিবৈশ্য-শব্দে সেবাপরায়ণতা সূচিত হইতে পারে; এইরূপ অর্থে স্নেহমূলক উক্তি আদিবৈশ্যা-শব্দে গোবিন্দের অকুণ্ঠিত শুদ্ধাসেবারই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। অথবা, শূদ্র-শব্দের ধ্বনি—মূর্খ, বোকা। আদিবৈশ্যা (শূদ্র) বলিয়া প্রভু যেন স্নেহভরে বলিলেন—আরে বোকা।

১১৪। **নাম ধরি ধরি**—কে কোন্ দ্রব্য দিয়াছেন, নাম উল্লেখ করিয়া গোবিন্দ প্রভুকে দিতেছেন।

১১৫। **পৈড়**—পেঁড়া। **পানা**—সরবৎ।

১২২। **বাসি**—পুরাতন। **মুখ করা**—মুখে ছিদ্র করা।

তথাপি নূতনপ্রায় সব দ্রব্যের স্বাদ।
বাসি বিস্বাদ নহে, মহাপ্রভুর প্রসাদ॥ ১২৩
শতজনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল।
আর কিছু আছে? বলি গোবিন্দে পুছিল॥ ১২৪
গোবিন্দ কহে—রাঘবের ঝালিমাত্র আছে।
প্রভু কহে—আজি রহু, তাহা দেখিব পাছে॥১২৫
আরদিন প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈল।
রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল॥ ১২৬
সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপভোগ কৈল।
স্বাদু সুগন্ধ দেখি বহু প্রশংসিল॥ ১২৭
বৎসরের তরে আর রাখিল ধরিয়া।
ভোজনের কালে স্বরূপ পরিবেশে খসাইয়া॥১২৮
কভু রাত্রিকালে কিছু করেন উপযোগ।
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করেন উপভোগ॥১২৯
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
চাতুর্ম্মাস্য গোঙাইল কৃষ্ণকথারঙ্গে॥ ১৩০
মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করে নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত রান্ধে—আর বিবিধ ব্যঞ্জন॥ ১৩১
শাক দুই-চারি আর সুকুতার ঝোল।
নিম্ববার্ত্তাকী আর ভৃষ্টপটোল॥ ১৩২
ভৃষ্টফুলবড়ী আর মুদ্গদালি সূপ।
জানি ব্যঞ্জন রান্ধে প্রভুর রুচি-অনুরূপ॥ ১৩৩
মরিচের ঝাল মধুরাম্ল আর।
আদা লবণ লেম্বু দুগ্ধ দধি খণ্ড সার॥ ১৩৪
জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত।
কাহাঁ একা যায়েন কাহাঁ গণের সহিত॥ ১৩৫
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি নন্দন রাঘব।
শ্রীবাস-আদি যত ভক্ত বিপ্র সব॥ ১৩৬
এইমত নিমন্ত্রণ করে যত্ন করি।
বাসুদেব, গদাধরদাস, গুপ্ত মুরারি॥ ১৩৭
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী আর যত জন।
জগন্নাথের প্রসাদ আনি করে নিমন্ত্রণ॥ ১৩৮
শিবানন্দসেনের শুন নিমন্ত্রণাখ্যান।
শিবানন্দের বড় পুত্র—চৈতন্যদাস নাম॥ ১৩৯
প্রভুকে মিলাইতে তারে সঙ্গেই আনিল।
মিলাইলে প্রভু তার নাম পুছিল॥ ১৪০
"চৈতন্যদাস" নাম শুনি কহে গৌররায়—।
কিবা নাম ধরিয়াছ বুঝন না যায়॥ ১৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১২৩। **বাসি** ইত্যাদি—ভগবৎ-প্রসাদ চিন্ময় বস্তু বলিয়া এক মাসের বাসি হওয়াতেও সুস্বাদু রহিয়াছে। জড়বস্তুই পচিয়া যায়, চিন্ময় বস্তু পচিতে পারেনা—ইহা নিত্য। ৩।৬।৩০৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২৭। **উপভোগ**—ভোজন, অঙ্গীকার।

১২৮। **বৎসরের তরে**—সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া প্রত্যহ কিছু কিছু ভোজন করিবার নিমিত্ত।

১৩২। **নিম্ববার্ত্তাকী**—নিম-বেগুন। নিমপাতার সহিত বেগুন ভাজা। **ভৃষ্ট পটোল**—পটোল ভাজা।

১৩৩। **ভৃষ্ট ফুল বড়ি**—ফুলবড়ি ভাজা। **মুদ্গদালি সূপ**—মুগের ডাইলের ঝোল। **প্রভুর রুচি অনুরূপ**—প্রভু যাহা খাইতে ভালবাসেন।

১৩৪। **মধুরাম্ল**—মিষ্ট-অম্বল।

১৩৫। **জগন্নাথের প্রসাদ** আনি—তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন বলিয়া পাক করিয়া প্রভুকে ভোজন করাইতে পারেন না; তাই জগন্নাথের প্রসাদ কিনিয়া আনেন। আর যাঁহারা ব্রাহ্মণ, তাঁহারা নিজের গৃহেই প্রভুর জন্য রান্না করিতেন; আবার জগন্নাথের প্রসাদ কিনিয়া আনিয়াও সময় সময় গৃহে প্রস্তুত অন্নাদির সহিত মিশাইয়া দিতেন।

১৪০। **সঙ্গেই আনিল**—দেশ হইতে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে আনিয়াছেন।

১৪১। **নামশুনি**—শিবানন্দ যখন বলিলেন, যে তাঁহার পুত্রের নাম—চৈতন্যদাস, তখন; **কিবা নাম** ইত্যাদি—প্রভুর নাম-অনুসারে শিবানন্দ তাঁহার পুত্রের নাম রাখিয়াছেন বলিয়া প্রভু সঙ্কোচবশতঃ একথা বলিলেন।

সেন কহে—যে জানিল সেই ত ধরিল।
এত বলি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল ॥ ১৪২
জগন্নাথের প্রসাদ বহুমূল্য আনাইলা।
ভক্তগণ লঞা প্রভু ভোজনে বসিলা ॥ ১৪৩
শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিল ভোজন।
অতি গুরু ভোজনে প্রভুর প্রসন্ন নহে মন ॥ ১৪৪
আর দিনে চৈতন্যদাস কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন ॥ ১৪৫
দধি লেম্বু আদা আর করড়ীয়া লোণ।
সামগ্রী দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ॥ ১৪৬
প্রভু কহে—এই বালক আমার মত জানে।
সন্তুষ্ট হৈলাঙ্ আমি ইহার নিমন্ত্রণে ॥ ১৪৭
এত বলি দধিভাত করিল ভোজন।
চৈতন্যদাসেরে দিল উচ্ছিষ্ট ভাজন ॥ ১৪৮
চারি মাস এই মত নিমন্ত্রণে যায়।
কোন কোন বৈষ্ণব দিবস নাহি পায় ॥ ১৪৯
গদাধরপণ্ডিত ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম।
ইঁহা সভার আছে ভিক্ষাদিবস নিয়ম ॥ ১৫০
গোপীনাথাচার্য্য জগদানন্দ কাশীশ্বর।
ভগবান্ রামভদ্রাচার্য্য শঙ্কর বক্রেশ্বর ॥ ১৫১
মধ্যে মধ্যে ঘরভাতে করে নিমন্ত্রণ।
অন্যের প্রসাদ-নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি দুইপণ ॥ ১৫২
প্রথমে আছিল নির্ব্বন্ধ কৌড়ি চারিপণ।
রামচন্দ্রপুরী-ভয়ে ঘাটাইল নিমন্ত্রণ ॥ ১৫৩
চারি মাস বহি গৌড়ের ভক্ত বিদায় দিলা।
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা ॥ ১৫৪
এই ত কহিল প্রভুর ভিক্ষা নিমন্ত্রণ।
ভক্তদত্ত বস্তু যৈছে করে আস্বাদন ॥ ১৫৫
তারি মধ্যে রাঘবের ঝালি-বিবরণ।
তারি মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্য-কথন ॥ ১৫৬
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই চৈতন্যের কথা।
চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা ॥ ১৫৭
শুনিতে অমৃতসম—জুড়ায় কর্ণ মন।
সে-ই ভাগ্যবান, যেই করে আস্বাদন ॥ ১৫৮
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৫৯

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভক্ত-দত্তাস্বাদনং নাম দশমপরিচ্ছেদঃ ॥ ১০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৪৪। **শিবানন্দের গৌরবে**—শিবানন্দের প্রতি প্রীতির আধিক্য বশতঃ। **গুরুভোজনে**—অধিক আহারে।

১৪৫। **অভীষ্ট বুঝি**—প্রভু যাহা ভালবাসেন, তদ্রূপ।

১৪৬। **লোণ**—লবণ। 'করড়ীয়া লোণ"-স্থলে "ফুলবড়া লবণ" পাঠান্তরও আছে।

১৪৭। **এই বালক**—চৈতন্যদাস।

১৪৮। **উচ্ছিষ্ট ভাজন**—উচ্ছিষ্ট পাত্র, প্রভুর ভুক্তাবশেষ। ইহা প্রভুর বিশেষ কৃপার নিদর্শন।

১৪৯। **দিবস নাহি পায়**—প্রত্যেক দিনই কাহারও না কাহারও গৃহে প্রভুর নিমন্ত্রণ থাকে বলিয়া কোনও কোনও বৈষ্ণব প্রভুকে নিমন্ত্রণ করার সুযোগই পাইলেন না।

১৫০। **ভিক্ষা দিবস নিয়ম**—মাসের মধ্যে কে কোন্ দিন প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিবেন, তাহার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে।

১৫২। **ঘরভাতে**—নিজেদের গৃহে পাক করা অন্নব্যঞ্জনাদিতে (তাঁহারা ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ বলিয়া)। **অন্যের**—ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরের। **প্রসাদ-নিমন্ত্রণ**—জগন্নাথের প্রসাদ কিনিয়া আনিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে।

১৫৩। **ঘাটাইল**—কমাইলেন; চারিপণের জায়গায় দুইপণ করিলেন।